আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯ কার্তিক ১৪১৪ বৃহস্পতিবার ১৫ নভেম্বর ২০০৭

কথাবার্তা ...

যত মত, একটাই পথ

সিপিয়েম পেটাবে না তো কে পেটাবে? পি ডব্লিউ ডি?
কিছু বাছাই অমৃতকথা হুট করে শুনে ফেললেন
চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

নয়া ইতিহাস? কলকাতা, ১৪ নভেম্বর, ২০০৭। ছবি: সুদীপ আচার্য

সাংবাদিক ১: নন্দীগ্রামের নাম আপনারা ভৃঙ্গীগ্রাম করে দিচ্ছেন?
সাংবাদিক ২: শুনলাম মেগা মনিবের নতুন উপাধি 'উন্নততর স্তালিন'?
সাংবাদিক ৩: আচ্ছা, বাংলা ভাষার অশিষ্ট শব্দের অভিধানে 'স'র তলায় নাকি 'সিপিয়েম' ঢোকানো হচ্ছে?
মেজো মস্তান: সিপিয়েম স দিয়ে শুরু না কি? সি দিয়ে শুরু। শালা বানান জানে না, অভিধান লিখছে।
ক্যাডার ১: কেউ কিস্যু জানে না, না স্যর?
সেজো মস্তান: কিস্যু না। কিস্যু না। রাজ্যপালটা কিস্যু জানে না। অসাংবিধানিক।
মেজো মস্তান: স্বরাষ্ট্রসচিবটা কিস্যু জানে না। আনইনফর্মড।
সেজো মস্তান: মেধা পটেকরটা কিস্যু জানে না, কুচুটে।
মেজো মস্তান: শুধু আমরা সব জানি, পার্টির পাঁড় পণ্ডিত।
সাংবাদিক ২: কিন্তু আপনাদের পার্টি যে এ ভাবে নিরস্ত্র মানুষকে পেটাল...
মেজো মস্তান: তা সিপিয়েম পেটাবে না তো কে পেটাবে? পি ডব্লিউ ডি?
ক্যাডার ২: শুনুন, কিসুই তো দ্যাখেননি। অ্যায়সা ধোলাই দেব না, শহরের এ সব শৌখিন ইন্টেলেকচুয়ালগুলোর প্যান্ট হলদে হয়ে যাবে। পকপক হচ্ছে না, পকপক? মিছিল বেরোচ্ছে! পোস্টার দোলাচ্ছে! ইচ্ছে করলে ওই মিছিলের মধ্যে দু'কোটি লোক ঢুকিয়ে এক মিনিটে সব ম্যাসাকার করে দিতে পারি বুয়েচেন? জেনে রাখবেন, বেঁচে যে আছেন, জাস্ট সিপিয়েমের করুণা।
ক্যাডার ৩: ঠাটিয়ে এগুলোর কানের গোড়ায় দুটো দেব স্যর?
সাংবাদিক ২: দেবেন মানে! ক্যামেরা চলছে না?
ক্যাডার ২: ক্যামেরা? দু'মিনিটে প্রমাণ করে দেব আমরা এখন দিঘায় ছুটি কাটাচ্ছি। না স্যর?
সেজো মস্তান: দিঘা নয়, তোরা পুরী। আর স্টেনগানওলারা বকখালি।
ক্যাডার ৪: এই এই সাংবাদিকগুলো, তাড়াতাড়ি এ দিকে জড়ো হ, রাজাসায়েব কোটেশন বলবেন।

মেগামনিব: হ্যাঁ, কী যেন, 'যত মত, একটাই পথ। জীবে প্রেম, সিপিয়েম।' কে বলেছেন? (চোখ নাচিয়ে) জীবনানন্দ।

সাংবাদিক ১: না স্যর, এটা জীবনানন্দ বলেননি।

মেগামনিব: বলেননি? বলা উচিত ছিল। ইট ছুড়লে জীবনানন্দকে তো পাটকেল খেতেই হবে।

সাংবাদিক ১: লোকে বলছে আপনারা যা করেছেন, কোথাও কখনও ঘটেনি।

মেগামনিব: হাঃ। এই হচ্ছে মিডিয়ার এঁটো খেয়ে ইতিহাস শেখা! তিয়েন আন মেন স্কোয়্যার ভুলে গেলেন? আহা কী দিয়েছিল রে ভাই! ট্যাঙ্ক ফ্যাঙ্ক দিয়ে নিরস্ত্র ছাত্রগুলোকে পিষে পুরো রেশমি কাবাব। এই মেজো, আমরা ট্যাঙ্ক নামালাম না কেন?

মেজো মস্তান: আনতে বলেছিলাম স্যর, ইংরিজি না বুঝে সব জলের ট্যাঙ্ক বয়ে এনেছে। কাজ দিচ্ছে অবশ্য, রক্ত ধুচ্ছে হেভি তোড়ে!

সেজো মস্তান: স্ল্যাং ডিকশনারির কথাটা মেগাদাকে বলুন।

সাংবাদিক ৩: ইয়ে, বলা হচ্ছে এ জমানায় সেরা চার অক্ষর হল 'সিপিয়েম'।

মেগামনিব: তাই নাকি? ডিকশনারিওলার নাম ঠিকানাটা দিন। এই ক্যাডারগুলো, কুইক, পাঁচ ছ'জন মিলে ওর বাড়িটা পুরো সন্ত্রাসমুক্ত করে দিয়ে আয় তো!

ক্যাডার ৩: স্যর, ফিলিম ফেস্টিভ্যালের ফোন। সোলানাস রেগে গেছেন। চার পাশে স্পাই দেওয়া হয়েছিল, তারা বাথরুমেও যেতে চাইছে ওঁর সঙ্গে।

মেগামনিব: ঠিক করছে। কমোডের ভেতর মাওবাদী ঢুকে নেই কে গ্যারান্টি দিল? বেশি ফটফট করলে আর্জেন্টিনা অবধি হিসি চেপে রাখতে বল।

সাংবাদিক ১: কিন্তু স্যর, ফিলিম ফেস্টিভ্যাল তো ফাঁকা। ক্যাডাররা কচুরি খাচ্ছে। আসল লোকজন কেউ...

মেগামনিব: তাতে কার ক্ষতি? ঘি এনে দিলুম, তোদের পেটে সইল না। তো বঞ্চিত হয়ে মর। কী, ফেলু?

ফেলু: সে আর বলতে? শুনুন তোপসেগণ, সব গুলিয়ে ফেলবেন না। কোথাকার কোন গ্রাম ছলে বলে কৌশলে টেঁটিয়াগুলোকে মার্ডার করা হল, তাই ভাল ভাল সিনেমা দেখব না, এটা কথা হল? হিটলারের অলিম্পিকে জেসি ওয়েন্স লাফায়নি? সে কি কোন গ্যাস চেম্বারে কোন গাড়লদের চোখ উল্টে গেল, এই ভেবে প্র্যাকটিস না করে মড়াকান্না কাঁদছিল? আর বিদিশির কথা বলে কী হবে, মুসোলিনির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ পাস্তা খাননি?

মেগামনিব: এই রে, কোটেশনটা মনে পড়ল। 'বেড়াল হইতে কুকুর, তপন হইতে সুকুর, সবার চানের একই পুকুর, সিপিয়েম।' কে বলেছেন? (চোখ নাচিয়ে) রবীন্দ্রনাথ।

সাংবাদিক ২: না স্যর, এটা রবীন্দ্রনাথ বলেননি।

মেগামনিব: বলেননি? বলা উচিত ছিল। অদ্দিন ধরে করলেন কী?

ক্যাডার ৩: মেগাদা, এ মিছিলটায় নাকি বলছে হেভি লোক হয়েছিল। সব স্বতঃস্ফূর্ত।

মেগামনিব: হোহোহো। আমাদেরটায় সহস্রস্ফূর্ত হবে। চাড্ডি তৃণমূল আর আনন্দমার্গী জুটিয়ে এনে প্যাঁকপ্যাঁক করছে! এস এম এস করে মিছিল হয়? ভোর থেকে গাঁয়েগঞ্জে ট্রাক পাঠাতে হয়। ব্যস, তুড়ি মারলে তেত্রিশ কোটি দাঁড়িয়ে যায়। কী, টুপিওলা?

টুপিওলা মস্তান: আরে ছাড়ুন স্যর, ছুঁচোর কথা তুলে আর প্রসঙ্গ গন্ধ করবেন না। ছোঃ, ওটা মিছিল? আমাদের ইউরিনালে ওর চেয়ে বেশি লোক লাইন দেয়।

ক্যাডার ১: বলেন কী, সব্বার ডায়াবিটিস?

টুপিওলা মস্তান: চোপ! আজকের মিছিল করব, পুরো ধর্মতলায় মুন্ডু তো সাগরে ন্যাজ। আর রবরবা কী! স্লোগানের কী জোশ! বিরোধীদের কী বেধড়ক খিস্তি! তা না, গবেটগুলো করেছে 'মৌনী মিছিল'! জন্মে শুনিনি রে, নিরামিষ মাংস!

সাংবাদিক ২: কিন্তু সমস্ত বড় বড় সাহিত্য-সংস্কৃতির লোকরা শামিল হয়ে...

মেগামনিব: আরে ছাড় ছাড়! ক'জন? একশো জন? দুশো জন? আমরা হাত ঘোরাব আর

পাঁচ লাখ কবি জন্মাবে। কী? পোষা কবি?

কবি: হেঁহেঁ, আপনার করুণা না পেলে কেউ কালচার করে খেতে পারে স্যর? আমি আর মসেস তো তাই বলছিলাম, সব ফ্লপের ধাড়ি, আর্টপত্তর বিক্কিরি হয় না, বিদেশ যেতে পায় না, এখন এই করে পাবলিসিটি করে নিচ্ছে।

সেজো মস্তান: বাপের জন্মে একটা সামাজিক কাজ করেনি, এখন সব ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে শখের রাজনীতি ফলাচ্ছে।

সাংবাদিক ১: এটা তো বরং বিরাট ব্যাপার স্যর, জীবনে যে রাজনীতি করেনি, সেও আজ পথে নামছে!

মেজো মস্তান: হোহো, সে আর ক'দিন? দু'দিন? দু'মাস? ভোট তো এখনও চার বচ্ছর। তদ্দিনে এই অ্যামেচাররা কোথায় থাকবে? কন্যে তখন লভ ছেড়ে বিয়ে করে পোয়াতি। আমরা কিন্তু কিচ্ছুটি ভুলব না! সব ব্যাটাকে ধরে ধরে ব্ল্যাকলিস্টেড করে, সব গ্রুপ থিয়েটার বাজের কল শো ক্যানসেল করে, সিরিয়ালওলাগুলোর ভাত মেরে, কবিদের বই পুড়িয়ে, দে দনাদন। আর সাধারণ পাবলিক! আহারে, ছোনুমোনু। সব লিস্টি বানিয়ে পাড়ায় পাড়ায় কর্নার করব, বেরোলেই হ্যারাস করব। একঘরে করে ছাড়ব। রাত্তিরে বাড়ি ফেরার পথে দু'থাবড়া কষিয়ে বলব, কই রে, মিছিলতুতো ভাইবেরাদর ডাক, তোকে বাঁচাক! মনে রাখবি, নাটকওলার পুড়কি এক দিন, সিপিয়েমের তুর্কি হর দিন।

মেগামনিব: 'সংস্কৃতির সাতমহলে জ্বালাব লালবাতি। সিপিয়েমের পা না চাটলে, অকুস্থলে লাথি।' কে বলেছেন? কার্ল মার্কস!

সাংবাদিক ৩: না স্যর, এটা মার্কস বলেননি।

মেগামনিব: বলেননি? বলা উচিত ছিল। দেখি যদি পরের এডিশনে শুধরে দেওয়া যায়।

সাংবাদিক ১: তার মানে আপনারা ওপেনলি বলছেন...

মেজো মস্তান: এতে ক্লোজডের কী আছে রে শূকর?

মেগামনিব: নো রাখঢাক। ও সব ঘোমটা ফোমটা উড়ে গেছে। আমরা বলছি, ভাল করে ডিক্টেশন লিখে নে, আমরা বলছি, নন্দীগ্রামে এগজাম্পল সেট করে দিলাম, দেখে রেস্ট অব বেঙ্গল শুধরে যা। মুখ তুলেছিস কি জুতো ডলে দেব। মুখ খুলেছিস কি জিভ ছিঁড়ে নেব। হোলসেল সিপিয়েম হ। নয় তো পাঁকে গুঁজে যা। সিম্পল।

সাংবাদিক ১: স্যর, এই যে স্টেটের মাথা হয়ে আপনি 'আমরা', 'ওরা' বলছেন, এ তো অসাংবিধানিক। তাইলে রাজ্যপালকে...

মেজো মস্তান: আআঃ! এত ক্ষণ কী বোঝালাম? অন্য কেউ অসাংবিধানিক বললে খারাপ। আমরা অসাংবিধানিক বললে সেটা বিপ্লবী ম্যানিফেস্টো।

ক্যাডারগণ: আমরা সিপিয়েম বে। আমাদের হেঁচকিতেও সিম্ফনি।

সাংবাদিক ২: তা হলে, মানে, কেউ যদি একটু নিউট্রাল হয়ে থাকার চেষ্টা...

মেগামনিব: উঁহু, কোনও চান্স দেব না। শোন কোটেশন। 'যে আমাদের পক্ষে নয়, সে আমাদের বিপক্ষে।' কে বলেছেন? সত্যজিৎ রায়।

সাংবাদিক ৩: না স্যর, এটা জর্জ বুশ বলেছেন।

মেগামনিব: তাই নাকি! ইয়ে, আমি নন্দনে চললাম, একটা ভাল সংগ্রামী ছবি আছে। বাই। কাল নয়া কোটেশন পড়ে আসব।

First Page | Calcutta | State | Uttarbanga | Dakshinbanga | Bardhaman
Purulia | Murshidabad | Medinipur | National | Business | Foreign
Sports | Today | Editorial | Reviews | Patrika | Rabibashariya
Horoscope | Crossword | Comics | Feedback | Archives
About Us | Advertisement Rates | Font Problem